যুগল বন্দী গানে গানে

সুধী,

শ্রোতার আসরের পরবর্তী আয়োজন যুগল বন্দী-গানে গানে। আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রন। বাংলা গানের ভুবনে দ্বৈতসঙ্গীত এর আবেদন ও জনপ্রিয়তার কথা ভেবেই আমরা আমাদের এবারের আসর সাজিয়েছি শুধুমাত্র ডুয়েট বা দ্বৈতসঙ্গীত দিয়ে।

নাটকীয়তা বাংলা গানের এক অনন্য বিশিষ্ট। এই নাটকীয়তার মধ্যে উঠে আসে জীবনের নানা গল্প, মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি কিংবা অনুভুতি, আর তা ব্যাক্ত হয় নানাবিধ চরিত্রের মাধ্যমে। বাংলা গানের অনেকটা জুড়েই আছে এই সুরারোপিত সংলাপ, যা এক সময় প্রচলিত ছিলো গুরু শিষ্যের মধ্যে কিংবা প্রতিপক্ষ দুই কবিয়ালের মধ্যে। পরবর্তীতে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা গান পায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতার ছোঁয়া। বাংলা চলচ্চিত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে গান। আর সেখানে নায়ক নায়িকার রোমান্টিক দৃশ্যে বা কোন দুঃখময় মুহূর্ত কে আবেদনময় করে তুলতে ডুয়েট বা দ্বৈতসঙ্গীত হয়ে ওঠে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাধ্যম। উত্তম-সুচিত্রার ঠোঁটে হেমন্ত-সন্ধ্যার রোমান্টিক ডুয়েট গুলো এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এখনো প্রেমিক প্রেমিকা অভিসারে গেলে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে "এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত তুমি বলে তো?"। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগে রাজ্জাক-কবরী কিংবা জাফর ইকবাল-ববিতা জুটির অভিনয়ে সাবিনা ইয়াসমিন-সৈয়দ আব্দুল হাদি বা রুনা লায়লা-এন্ড্রু কিশোরের অসঙ্খ্য গান এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আর একই ধারাবাহিকতায় জনপ্রিয়তা পেয়েছে কনক চাঁপা-খালিদ হাসান মিলু থেকে হাল আমলের হাবীব ন্যাঙ্গিরাও। দ্বৈতসঙ্গীতের নাটকীয়তা শুধু প্রেমিক প্রেমিকার ভাবের আদান প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । এ সংলাপ হতে পারে পিতামাতার সাথে সন্তানের, বন্ধুর সাথে বন্ধুর কিংবা ভাইবোনের। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-শ্রাবন্তি মজুমদারের "আয় খুকু আয়" এর আবেদন উত্তম-সুচিত্রার অভিনিত রোমান্টিক গানের চাইতে কোন অংশে কম নয়। যুগের সাথে সাথে ডুয়েট বা দ্বৈতসঙ্গীত সিনেমার পর্দা ছেড়ে ঠাই নিয়েছে রেডিও, টেলিভিশন এবং অডিও এ্যালবামে। বিটিভি এক সময় তৈরি করেছে অসংখ্য ডুয়েট গানের ভিডিও। এই রুপালী রাতে তোমারি হাত দুটি, নীল চাঁদোয়ায়, শোন শোন কথাটি শোন কিংবা কারে বলব আমি মনের কথা এখনো আমাদের স্মৃতিকাতর করে। অডিও বাজারে দ্বৈতসঙ্গীতের আধিক্য কম থাকলেও হাল আমলে বেশ কিছু ডুয়েট গানের এ্যালবাম জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তার মধ্যে বাপ্পা মজুমদার ও ফাহমিদা নবীর একমুঠো গান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এরকম অসংখ্য শ্রুতিমধুর এবং জনপ্রিয় ডুয়েট থেকে কিছু গান নিয়ে শ্রোতার আসরের নিয়মিত শিল্পীদের পরিবেশনায় আমাদের এবারের আয়োজন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।

তারিখঃ শনিবার, ২২শে জুন ২০১৩, **সময়ঃ** বিকাল ৫টা (আসন গ্রহনঃ ৪.৪৫)
স্থানঃ চ্যান্ডলার মিলনায়তন, ২৮ আইসাক রোড, কীসবরো। **প্রবেশাধিকারঃ** উন্মুক্ত

srotarashor@yahoo.com.au | www.srotarashor.com

যুগল বন্দী গানে গানে

সুধী,

শ্রোতার আসরের পরবর্তী আয়োজন যুগল বন্দী-গানে গানে। আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রন। বাংলা গানের ভুবনে দ্বৈতসঙ্গীত এর আবেদন ও জনপ্রিয়তার কথা ভেবেই আমরা আমাদের এবারের আসর সাজিয়েছি শুধুমাত্র ডুয়েট বা দ্বৈতসঙ্গীত দিয়ে।

নাটকীয়তা বাংলা গানের এক অনন্য বিশিষ্ট। এই নাটকীয়তার মধ্যে উঠে আসে জীবনের নানা গল্প, মুহূর্তের প্রতিচ্ছবি কিংবা অনুভুতি, আর তা ব্যাক্ত হয় নানাবিধ চরিত্রের মাধ্যমে। বাংলা গানের অনেকটা জুড়েই আছে এই সুরারোপিত সংলাপ, যা এক সময় প্রচলিত ছিলো গুরু শিষ্যের মধ্যে কিংবা প্রতিপক্ষ দুই কবিয়ালের মধ্যে। পরবর্তীতে নানা বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলা গান পায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের আধুনিকতার ছোঁয়া। বাংলা চলচ্চিত্রের একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে ওঠে গান। আর সেখানে নায়ক নায়িকার রোমান্টিক দৃশ্যে বা কোন দুঃখময় মুহূর্ত কে আবেদনময় করে তুলতে ডুয়েট বা দ্বৈতসঙ্গীত হয়ে ওঠে এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী মাধ্যম। উত্তম-সুচিত্রার ঠোঁটে হেমন্ত-সন্ধ্যার রোমান্টিক ডুয়েট গুলো এখনও মানুষের মুখে মুখে ফেরে। এখনো প্রেমিক প্রেমিকা অভিসারে গেলে গুনগুন করে গেয়ে ওঠে "এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত তুমি বলে তো?"। বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের স্বর্ণযুগে রাজ্জাক-কবরী কিংবা জাফর ইকবাল-ববিতা জুটির অভিনয়ে সাবিনা ইয়াসমিন-সৈয়দ আব্দুল হাদি বা রুনা লায়লা-এন্ড্রু কিশোরের অসঙ্খ্য গান এখনও জনপ্রিয়তার শীর্ষে। আর একই ধারাবাহিকতায় জনপ্রিয়তা পেয়েছে কনক চাঁপা-খালিদ হাসান মিলু থেকে হাল আমলের হাবীব ন্যাঙ্গিরাও। দ্বৈতসঙ্গীতের নাটকীয়তা শুধু প্রেমিক প্রেমিকার ভাবের আদান প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয় । এ সংলাপ হতে পারে পিতামাতার সাথে সন্তানের, বন্ধুর সাথে বন্ধুর কিংবা ভাইবোনের। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়-শ্রাবন্তি মজুমদারের "আয় খুকু আয়" এর আবেদন উত্তম-সুচিত্রার অভিনিত রোমান্টিক গানের চাইতে কোন অংশে কম নয়। যুগের সাথে সাথে ডুয়েট বা দ্বৈতসঙ্গীত সিনেমার পর্দা ছেড়ে ঠাই নিয়েছে রেডিও, টেলিভিশন এবং অডিও এ্যালবামে। বিটিভি এক সময় তৈরি করেছে অসংখ্য ডুয়েট গানের ভিডিও। এই রুপালী রাতে তোমারি হাত দুটি, নীল চাঁদোয়ায়, শোন শোন কথাটি শোন কিংবা কারে বলব আমি মনের কথা এখনো আমাদের স্মৃতিকাতর করে। অডিও বাজারে দ্বৈতসঙ্গীতের আধিক্য কম থাকলেও হাল আমলে বেশ কিছু ডুয়েট গানের এ্যালবাম জনপ্রিয়তা পেয়েছে। তার মধ্যে বাপ্পা মজুমদার ও ফাহমিদা নবীর একমুঠো গান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এরকম অসংখ্য শ্রুতিমধুর এবং জনপ্রিয় ডুয়েট থেকে কিছু গান নিয়ে শ্রোতার আসরের নিয়মিত শিল্পীদের পরিবেশনায় আমাদের এবারের আয়োজন আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে।

তারিখঃ শনিবার, ২২শে জুন ২০১৩, **সময়ঃ** বিকাল ৫টা (আসন গ্রহনঃ ৪.৪৫)
স্থানঃ চ্যান্ডলার মিলনায়তন, ২৮ আইসাক রোড, কীসবরো। **প্রবেশাধিকারঃ** উন্মুক্ত

srotarashor@yahoo.com.au | www.srotarashor.com